R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG. 112 Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-২৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টার্টার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৯শ বর্ষ
৩য় সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৮৯ সাল
২রা জুন, ১৯৮২ সাল।
নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, সডাক ১৪৲

ফরাক্কাকে জঙ্গিপুর থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র চলছে

বিশেষ সংবাদদাতা : ফরাক্কাকে গুরুত্বপূর্ণ নগরী হিসাবে গড়ে তুলে জঙ্গিপুর মহকুমার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও চাকরির সুযোগ বৃদ্ধির জন্য যখন উদ্যোগ আয়োজন চলছে ঠিক তখনই জঙ্গিপুর মহকুমার মানুষজনকে এর সুফল থেকে বঞ্চিত করার জন্য রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে গভীর ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। ষড়যন্ত্রীরা তলে তলে চেষ্টা চালাচ্ছেন ফরাক্কার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে এই মহকুমা ও জেলা থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে মালদহের সঙ্গে যুক্ত করতে। সেই ষড়যন্ত্রের প্রাথমিক পর্যায়ে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কর্মচারীদের জন্য প্রস্তাবিত উপনগরীটি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মালদহে। সরকারী পর্যায়ে বহু আর্থিক ক্ষতির নিশ্চিত সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করে এই স্থান বদলের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা হচ্ছে। ফরাক্কার টেলিফোন সার্ভিসকেও জঙ্গিপুর থেকে বিচ্ছিন্ন করে মালদহ টেলিফোন প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত করার নির্দেশ ইতিমধ্যেই জারী করা হয়েছে। খবর, ফরাক্কার ডাক ব্যবস্থাকেও মালদহ ডাক-তার বিভাগের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রায় পাকা হতে চলেছে। এর জন্য ষড়যন্ত্রকারীরা কলকাতার পি এম জি'র কাছে রঘুনাথগঞ্জে ডিভিসন অফিস হওয়া রুখতে 'ভুল ও বিভ্রান্তিকর' তথ্য দাখিল করেছেন বলে জানা গেছে। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজনে ডাক-তার বিভাগে জঙ্গিপুর মহকুমা ধীরে ধীরে যেভাবে প্রাধান্য লাভ করছে সেই প্রাধান্যকে কব্জায় রাখতে হলে রঘুনাথগঞ্জে একটি পূর্ণাংগ ডিভিসন অফিস খোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এই ডিভিসন অফিসটি চালু

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বালির ধস চাপায় তিনজনের জীবনান্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা : বালির ধসে চাপা পড়ে রঘুনাথগঞ্জ থানার লবণচোয়া গ্রামে ৩ জন টিউবওয়েল মিস্ত্রীর জীবনান্ত ঘটেছে। গর্ত খুঁড়ে নীচে নেমে অকেজো টিউবওয়েলের পাইপ তোলার সময় শনিবার বিকেলে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীরা ও এস ডি পি ও ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং বালির ধসের ভিতর থেকে ১ জনকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করেন। বাকী দু'জনকে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বি ডি ওদের স্পর্শে নির্ব্বাচন বিধি কলুষিত কিনা তদন্ত হবে

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : 'বিধানসভা নির্বাচনে ব্লকের বি ডি ওরা ব্যালট পেপার ও ব্যালট বাক্স রক্ষণাবেক্ষণ বা স্পর্শ করতে পারবেন না' মুরশিদাবাদ জেলায় ১৯ মে'র বিধানসভা নির্বাচনের সময় এই বিধি নিষেধ লঙ্ঘিত হয়েছে কিনা তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। কংগ্রেস (স) এবং কংগ্রেস (ই)র পক্ষ থেকে অভিযোগ আনা হয়েছে যে, বিগত নির্বাচনে বিভিন্ন বুথের ব্যালট বাক্স গুলি বি ডি ও'দের তত্ত্বাবধানে ছিল। এবং ব্যালট পেপারগুলিও তাঁরা বিলিবন্টন করেছেন। নির্বাচনী আইন অনুসারে বি ডি ও'দের এই হস্তক্ষেপ নাকি বিধিসম্মত নয়। তাঁদের আরো অভিযোগ, মুরশিদাবাদে প্রায় ১৫টি বুথে ৪টি করে ব্যালট বাক্স রাখা ছিল। অথচ নির্বাচনী আইনে, প্রতি বুথে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কমিশনারের হঠাৎ আগমনে চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা : ডিভিসনাল কমিশনার কে, মজুমদার মঙ্গলবার বিকেলে হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য রঘুনাথগঞ্জে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। শ্রীমজুমদার জঙ্গিপুরের এস ডি ও অফিসে একটি 'বিশেষ ব্যাপারে' খোঁজ খবর করতে হাজির হন। কমিশনারের এই হঠাৎ উপস্থিতির কারণ সম্পর্কে স্থানীয় সরকারী অফিসারেরা কিছু জানাতে অস্বীকার করেন।

নিবেদন

কাগজ, মুদ্রণ সামগ্রী ইত্যাদির মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং তার উপর ডাক মাশুল এক লাফে দ্বিগুণের বেশী হওয়ায় গত সপ্তাহ থেকে আমরা প্রতি সংখ্যা পত্রিকার মূল্য ২৫ পয়সা এবং বাৎসরিক গ্রাহক মূল্য শহরে ১২'০০ ও সডাক ১৪'০০ টাকা করতে বাধ্য হয়েছি। আশা করি পাঠক সমাজ আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে পারবেন।

প্রকাশক : জঙ্গিপুর সংবাদ

ব্যাংকের শাখা থেকে স্থানীয় হটাতে চিন্তা ভাবনা চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর : বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত্বব্যাংকের শাখাসমূহ থেকে স্থানীয় চাকুরেদের সরিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষ চিন্তা ভাবনা করছেন বলে বহরমপুরে খবর মিলেছে। একটি বিশেষ সূত্র থেকে পাওয়া খবরে প্রকাশ, গ্রাহক ও কর্মীদের মধ্যে কোনও কোনও জায়গায় সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। কর্মচারীদের মধ্যেও গাঝাড়া ভাব দেখা দিচ্ছে। নানা ছুতো নাতায় অশান্তি বাড়ছে। স্থানীয় চাকুরেরা বে-পরোয়াভাবে অফিসারদের নির্দেশাবলী অমান্য করছেন। এমন কি বহু শাখায় ম্যানেজার বা এজেন্টদেরকেও উপেক্ষা করা হচ্ছে। ব্যাংকের উচ্চতম মহল মনে করেন এ সবের জন্য দায়ী কিছু স্থানীয় যুবক যাঁরা বিভিন্ন শাখায় দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত রয়েছেন। তাঁদের ধারণা এদেরকে সরিয়ে দিয়ে 'কর্মচারীদের স্থানীয় এলাকার শাখায় পোষ্টিং নিষিদ্ধ' করার নির্দেশ স্থায়ীভাবে জারী করলে সুফল মিলবে এবং অশান্তি কমবে। গত কিছুদিনে বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কাছে মুরশিদাবাদের বিভিন্ন শাখা থেকে ১১টি অশান্তির অভিযোগ গিয়েছে। এর মধ্যে ষ্টেট ব্যাংকের জঙ্গিপুর শাখায় দুই কর্মচারীর বিরোধ ও মারপিটের ঘটনাটিও রয়েছে। ঐ দুই কর্মচারীকে বদলী করা হোলেও এ পর্যন্ত তা কার্যকরী করা যায়নি। উভয়ের তরফে ইউনিয়নগত লড়াই শুরু হয়েছে বলে খবর এসেছে। এই বিরোধের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি গ্রাহকদের মধ্যেও সংশ্লিষ্ট শাখা সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। গ্রাহকদের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাস বিভিন্ন ব্যাংকের শাখাগুলি থেকে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

লরি উল্‌টে নিহত ১ ৩ লক্ষ টাকার চা লুঠ

নিজস্ব সংবাদদাতা : পিছনের চাকা খুলে গিয়ে একটি লরি উল্‌টে গেলে আজ (বুধবার) সকালে এক বালিকার মৃত্যু হয়। সেই সঙ্গে লরিতে থাকা ৩ লক্ষ টাকার চা লুঠ হয়ে যায়। ঘটনাটি ঘটে রঘুনাথগঞ্জ শহর থেকে ৩ মাইল দূরে উমরপুর গ্রামের কাছে ৩৪নং জাতীয় সড়কে। পুলিশ এ পর্যন্ত চা লুঠের ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে কয়েক পেটি চা উদ্ধার করেছে। পুলিশী সূত্রে প্রকাশ, লরিটির চেকনাট স্লিপ করে গেলে পিছনের চাকা খুলে যায়।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৮৯ সাল।

'সবার পরশে...'

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের নূতন গৃহ-নির্মাণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। বিদ্যালয়ের বর্তমান ভবন, যেখানে এ যাবৎ পাঠদানকার্য চলিতেছিল, বিদ্যালয় হিসাবে গণ্য হওয়ার একান্ত অনুপযোগী। কিছু কিছু শ্রেণীকক্ষ রীতিমত ভীতির সঞ্চার করে। অথচ কোনই উপায় ছিল না। গৃহনির্মাণ-বাবত কোন সরকারী অনুদান ইতিপূর্বে পাওয়া যায় নাই। খুব সম্প্রতি একটি অনুদান পাওয় গিয়াছে। তাহাও নিতান্ত কম। প্রতি বৎসর বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়ের এই অসুবিধার কথা জনসাধারণের কাছে নিবেদন করিয়া আসিতেছেন; তাহা আমরা জানি। বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভবনে ছাত্রদের দাঁড়াইবার স্থান নাই; তাহাদের রাস্তাই সম্বল, বিবিধ যান-বাহনে যাহা নিরাপদ নহে। এই ভাবেই বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। ছাত্র-ভর্ত্তির চাপ এমনই বাড়িয়া গিয়াছে যে, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অসহায় বোধ করিতেছেন।

এই অসুবিধার কথা এবং এই শহরে একটি দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের একান্ত প্রয়োজনের কথা আমরা পত্রিকায় আলোচনা করিয়াছিলাম। আবারও করিতেছি।

সর্বসাধারণের কোন প্রতিষ্ঠান একক সঙ্গতিতে গড়িয়া উঠা সুকঠিন এবং প্রায় অসম্ভব। ব্যতিক্রম যাহা দেখা যায়, তাহা সংখ্যায় খুবই কম। কাজেই 'বহুজনহিতায়' এই সব তিলোত্তমা বহুর তিল তিল শক্তির সমন্বয়ে আত্ম-প্রকাশ করে। বর্ত্তমানে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরকারী অনুদানের সামান্য সম্বল হাতে লইয়া কাজে নামিয়াছেন বলিয়া আমরা জানিয়াছি। মহকুমায় বহু জনকল্যাণকামী ব্যক্তি আছেন এবং এই শহরেও বহু মানুষ আছেন, যাঁহারা নিজ আর্থিক শক্তির সামান্য ভগ্নাংশমাত্র এই প্রতিষ্ঠান নির্মাণে নিয়োজিত করিলে 'সবার পরশে পবিত্র করা' এই বিদ্যায়তনের স্বচ্ছন্দ রূপায়ণ সম্ভব হইবে। তাঁহাদের এক একজনের প্রসারিত দাক্ষিণ্য বিদ্যালয়ের পক্ষে অসামান্য হইয়া উঠিবে। এই সঙ্গে সরকারী অনুদান লাভেরও সার্বিক প্রচেষ্টা চালাতে হইবে।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করিয়া আমরা জানিতে পারিয়াছি তাঁহাদের স্বপ্ন বিরাট; কিন্তু সাধ্য খুবই কম। এই সাধ্য ও স্বপ্নের মিলন জনকল্যাণকামী সর্বসাধারণের দ্বারাই সম্ভব। সুতরাং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাহাতে নিরুদ্বেগে এক উদার পরিবেশের মধ্যে শিক্ষালাভের সুযোগ পায়, সেই পথ করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন, ইহা অবহিত হইয়া কাজে আগাইয়া আসিতে আমরা জনসাধারণকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।

॥ তিন্ন চোখে ॥

'নদীর জল গিয়েছে নেমে, তীরের মাটি গিয়েছে ফেটে,' বেরিয়ে পড়েছে পঙ্কস্তর, ধূ ধূ করছে তপ্ত বালু।' জ্যৈষ্ঠের তপ্ত আকাশ থেকে যেন আগুন বৃষ্টি ঝরছে। চারিদিকে রুক্ষতা। একটা নিষ্ঠুরতা। গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্রই একটা রসহীন পাণ্ডুর বিবর্ণতা। আগুনের হলকা। কোথাও শ্যামলতার স্পর্শ নাই। জ্যৈষ্ঠের আকাশ থেকে যে ক্ষণিক ধারাপাত হয়েছে, তৃষ্ণার্ত তপ্ত মাটি তা নিঃশেষে শুষে নিয়েছে।

গ্রামের মধ্যে জ্যৈষ্ঠের এই রুক্ষতা নিষ্ঠুরতার ছবি বেশী স্পষ্টতর। খাঁ খাঁ করছে দিগন্ত প্রসারিত মাঠ ঘাট। পুকুরের জল গিয়েছে শুকিয়ে। পানীয় জলের অভাব। গাছপালাগুলো প্রচণ্ড রৌদ্রে যেন অগ্নিদগ্ধ। গবাদি পশুদের বিচরণক্ষেত্রের তৃণ গেছে শুষ্ক হয়ে। বৃষ্টি নাই। আসমান এখন টুডা টুডা। জমিন হয়েছে ফাডা। তাই কৃষকদের লাঙল এখন বন্ধ। কণ্ঠে তাদের করুণ আবেদন 'আল্লা ম্যাঘ দে, পানি দে'।

শহরের মানুষেরাও জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড দাবদাহে অস্থির। এবারের অসহ্য গরমে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। তার উপর বিদ্যুৎ ঘাটতির বাড়তি সুযোগটুকুতো আছেই। এখন গ্রাম-গঞ্জের সকলেই তৃষ্ণার্ত চাতক পাখির মত বৃষ্টির মেঘের দিকে তাকিয়ে আছে। প্রখর তপন তাপে জ্যৈষ্ঠের আকাশ তৃষ্ণায় কাঁপছে। বায়ু করে হাহাকার। সকলের মনেই একটি প্রশ্ন কখন মেঘ রাজার ঘুম ভাঙবে, কখন আসমান থেকে নামবে অঝোরে বৃষ্টি?

— মণি সেন

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

'আগুন ঝরা জষ্টিতে এলো জামাইষষ্ঠী'।

মানিক চট্টোপাধ্যায়

'ষষ্ঠীতলা ছেলের রাজ্য, সেখানে কেবল ছেলে—ঘরে ছেলে, বাইরে ছেলে, জলে-স্থলে, পথে-ঘাটে, গাছের ডালে, সবুজ ঘাসে যেদিকে দেখে সেই দিকেই ছেলের পাল, মেয়ের দল। কেউ কালো, কেউ সুন্দর, কেউ শ্যামলা।.. সে এক নতুন দেশ, স্বপ্নের রাজ্য।'

ষষ্ঠী ঠাকরুণ খিদের জ্বালায় অস্থির হয়ে বড় রাণীর ক্ষীরের ছেলে চুরি করে খেয়ে ফেলেছিলেন। বড় রাণীর বানর তাঁকে হাতে নাতে ধরে ফেলে তার পালিতা মা অর্থাৎ বড় রাণীর জন্য আদায় করেছিল সত্যিকারের একটি সোনার চাঁদ ছেলে। তখনই বানর দেখেছিল ষষ্ঠী ঠাকরুণের সেই আশ্চর্য দেশকে।

আজকের পটভূমিকায় বড় রাণী—ছোট রাণীর গল্প, ষষ্ঠী ঠাকরুণের ক্ষীরের পুতুল চুরি করে খাওয়া, বানরের অসাধারণ বুদ্ধি আমাদের কাছে বেমানান। তবে এই রূপকথগুলি আমাদের কাছে অযৌক্তিক বা অর্থহীন বলে মনে হলেও আমরা কিন্তু সেই ক্ষীরের পুতুল খেয়ে ফেলা ষষ্ঠী ঠাকরুণকে এখনও নির্বাসন দিতে পারিনি। আজও আমাদের অধিকাংশ বাঙালী পরিবারে দেখা যায় বিভিন্ন মাসের ষষ্ঠীব্রত পালন করতে। বেশী দিন নয়। এ মাসেই এ ধরনের একটি ষষ্ঠীব্রত অনুষ্ঠিত হয়ে গেল: ষেটাকে মেয়েদের ব্রতকথায় 'অরণ্যষষ্ঠী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে অরণ্যষষ্ঠীর কথায় মা ষষ্ঠী বাড়ির ছোট বৌকে যে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন সেটা আজকের বৌ-ঝিরা সম্পূর্ণ অনুসরণ না করলেও অনুষ্ঠানটা খুব জাঁকজমক করে করার চেষ্টা করা হয়। অবশ্য সাধ্যমত। এ মাসের অরণ্যষষ্ঠীর অধিক পরিচিতি জামাই ষষ্ঠী হিসাবে। এটা এক বিশেষ ধরনের সামাজিক উৎসব। এই দিনে জামাইরা রীতিমত হিরো। ট্রেন-বাস, লোড-শেডিং-প্রচণ্ড গরম—সব কিছু উপেক্ষা করে তাঁরা আসেন শ্বশুর বাড়িতে। শ্বশুর বাড়িতে তখন পূজাবাড়ির মত উৎসবের মৌ মৌ গন্ধ। শালা-শালী-পরিবৃত হয়ে ফষ্টি-নষ্টি। বাড়ি একবারে জমজমাট। যদিও শ্বশুর মশাইরা গলদঘর্ম। তাঁরা হিমসিম খেয়ে যান এই সব হিরোদের সামলাতে।

এবার জামাই ষষ্ঠী পড়েছিল মাসের শেষ সপ্তাহে (ইংরেজী মাসের)। ফলে যাঁরা চাকরীজীবি তাঁদের মাথায় হাত। নতুন শ্বশুরদের পক্ষে আরও মুস্কিল। জামাইদের দিতে হবে ভালো। বাবা-জীবনরা ধুতি—পাঞ্জাবি পড়লে কমপক্ষে একশো টাকা লাগবেই। প্যান্ট-শার্ট হলে কথা নাই। দু'খানা নম্বরী। তাও হয়তো মনের মতো হবে না। 'আর জামাইয়ের নামে কাটে হাঁস, গুষ্টিশুদ্ধ খায় মাস।' খুবই প্রচলিত লৌকিক ছড়া। জামাইয়ের সঙ্গে বাড়ির সকলের ভালো খাওয়া-দাওয়া। তবে বাজারে আগুন। মওকা পেয়ে জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। চড়া দর মাছ-মাংসের। আম-লিচু কলার। রসগোল্লা, চমচম, ছানাবড়া, রসকদম্ব, পানিতুয়ার দর দেখে চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে। ভালো দইয়ের দাম শুনে মাথা ঠাণ্ডা না হয়ে হয়তো গরম হয়ে যেতে পারে। তবু যোগাড় করতে হবে।

জামাই ষষ্ঠী উপলক্ষে এবার সংবাদ-পত্রের পাতায় একটি ব্যঙ্গ চিত্র অনেকের চোখে হয়তো পড়েছে। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার জাতীয় লোকের কাছে বাড়ির কর্তার সকাতর নিবেদন—'পনের জন জামাই...দয়া করে যদি ওভারড্রাফট্ দেন।'

একথা বললে নিশ্চয়ই ভুল হবে না এই বিশেষ উৎসবটি নিয়ে আমরা বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে মহাজনের খাতায় নাম লেখাই। জামাইষষ্ঠীর তত্ত্ব নিয়ে মেয়েকে বাপের ঘরে বহুদিন পাঠানো হয়নি। এ রকম দৃষ্টান্ত প্রচুর আছে। জানি না আমার উপর জামাই ভায়াজীবনরা বিরক্ত হবেন কি না। তবে আমার মনে হয় এই উৎসবটিকে আমরা বেশী প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেছি। জামাইষষ্ঠীর খরচের চাপে এই অনুষ্ঠানটি অনেক বাড়ির কর্তার কাছে মধুর না হয়ে সেটা শ্বশুরষষ্ঠী হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই যতটুকু সামর্থ্য ততটুকু বজায় রেখে চলতে ক্ষতি কি? সেটা আমরা—বিশেষ করে বাঙালীরা কোনদিনই পারব না।

কারণ আমাদের জীবনদর্শনের সঙ্গে চার্বাকের খুবই মিল। আমাদের লক্ষ্যই হল—যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।'

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

কাছের মানুষ ॥ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীবরুণ রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মদির যৌবন গন্ধে উতলা কবি সে দিন
গেয়েছেন—
সাপের গন্ধে ফুলের গন্ধে হারিয়ে গেলাম
কবে,
ভুলেই গেছি, কি যে তোমার নাম।
তোমার আমার মাঝখানে সই ফণি
মনসার গ্রাম,
আসবে ভেঙে, একটু সময় হবে ?
সাপের ছোবল মিঠেই লাগে, ফুলের গন্ধ
তাতে
মদের মত ছড়িয়ে আছে, সখী।
তোমার চোখে শাওন-ঘন মেঘ যে কাঁপে,
ও কী।
কাঁদবে কি, ছিঃ। এমনি আলোর রাতে ?
তারপর একদিন কবির স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে।
পৃথিবী জুড়ে শুরু হয়েছে ভাঙা গড়ার
খেলা। এসেছে মহাযুদ্ধ, ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা
দেশ বিভাগ, সর্বহারা উদ্বাস্তুর মিছিল,
আপোষ করা স্বাধীনতা, দেশে দেশে মদ-
মত্ত ধনতন্ত্রের কুটিল ষড়যন্ত্র, নির্মম পেষণ
আর তারই বিরুদ্ধে নিষ্পেষিত শোষিত মানু-
ষের বজ্রদৃঢ় প্রতিরোধ। কবি বীরেন্দ্র চট্টো-
পাধ্যায় কখন বাঁশি ফেলে দিয়ে অসি
তুলে নিয়েছেন। বলেছেন 'তোমাদের
দুঃখে আমি গলে হব নদী।'

দেশ স্বাধীন হল। সারা দেশ ভরে
গেল ঘুঘুতে। সেই ঘুঘুদের দিকে অঙ্গুলি
নির্দেশ করে তিনি বলেছেন—আমরা ক'
জন চালাক ঘুঘু ভাঁওতা দিয়ে বেশ আছি।
জুজুর ভয়ে ঘুম আসে না ফুর্তি করে তাই
নাচি ....
আহা, হরি হরি বলো।
আমরা ক' জন যখন তখন আকাশ
ফাটাই বক্তৃতায়
উপোস যারা করছে, করুক, বলবে কেন ?
কি অন্যায় !
আহা, রাম রাম বলো !
দেশ সেবা করার জন্য ভোট প্রার্থীরা
হত্যা দিয়ে পড়েছেন। ভোট প্রার্থীরা
ভাবছেন ভোটাররা বেকুব। তারা কিন্তু
দিব্যি ছড়া কাটতে পারে—

ভাগ্যে ছিলেন তিনি
তাই ভোট দিয়েছি তাকে
তিনিই যদি না থাকতেন
দিল্লী যেতো কে ?

অকর্মণ্য ক্লীবে আজ দেশ ছেয়ে গেছে।
তাই তো কবিকে বলতে হয়—

চাই না ধর্মের ষাঁড়, শের চাই।
হয় হোক বেহেড বজ্জাত,
মরদের বাচ্চা চাই।

কেননা, অমিত বীর্য ঈশ্বরের আমরা
সন্তান।
ক্ষুধাক্লিষ্ট মানুষের কাছে আজ শান্তির
ললিত বাণী শুনিয়ে কোন লাভ নাই।
তার কাছে ক্ষুধার অন্নের চেয়ে বড় আর
কিছু নাই।

হোক পোড়া বাসি ভেজাল মেশান রুটি
তবু তো জঠরে বহ্নি নেবানো খাঁটি
এ এক মন্ত্র ; রুটি দাও, রুটি দাও।
বদনে বন্ধু যা ইচ্ছে দিয়ে যাও।
সমরখন্দ বা বোখারা তুচ্ছ কথা
হেসে দিতে পারি স্বদেশের স্বাধীনতা।
আমার এই ভারতবর্ষকে ছিঁড়েখুঁড়ে
যারা ভাগাড় সৃষ্টি করেছে তারাই ইতি-
হাসের শেষ কথা নয়।
আয় কালবৈশাখী হাওয়া, ঝড় আন
বুকের ভিতর, ভারতবর্ষকে দেখি অন্ত-
ভাবে, শপথে আলোকে।
তবে হিংসা বিদ্বেষে জর্জরিত হয়ে নয়,
ভালবাসার আগুনে পরিশুদ্ধ হতে হবে—
সমস্ত পৃথিবী করো মানুষের একটি
জন্মভূমি
মানুষের প্রেমে দীপ্ত, শ্রমে মুখরিত,
তপস্যায় পরিশুদ্ধ, অমল স্বদেশ ;
পৃথিবীর এ দেশ ও দেশ, নানা রঙ নানা
ভাষা নানা জাতি—
সকল কিছুর উর্ধ্বে মন্ত্র করো মনুষ্যত্ব,
জীবনের একটিই সম্মান।
কিন্তু মনুষ্যত্বের আগুনে পরিশুদ্ধ হলেই
হবে না।
দানবদের বিরুদ্ধে মৃত্যুপণ লড়াই চাই।
যদি মরতেই হয়, এসো মানুষের সম্মান
নিয়ে মরি।
আমাদের রক্তের কিছু দাম আছে ;
এখন থেকে সেই মূল্য আমরা
কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নেবো।
তখন যে দানবদের আমরা অস্বীকার
করেছি,
তারা বাধ্য হবে আমাদের শ্রদ্ধা জানাতে,
যদিও আমরা আজ
মাটির নিচে, অনেক নীচে ঘুমিয়ে থাকবো
কিন্তু এই হিংসা দ্বেষ রেষারেষি মৃত্যুকে
অতিক্রম করে ভালবাসায় ঘেরা যে অমল
পৃথিবী বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিপ্রাণ
তার আভি অনুভব না করে পারেনি।
তাই শেষ পর্যন্ত তাঁকে বলতে হয়েছে—
ছত্রিশ হাজার লাইন কবিতা না লিখে
যদি আমি সমস্ত জীবন ধরে—
একটি বীজ মাটিতে পুঁততাম
একটি গাছ জন্মাতে পারতাম
সেই গাছ ফুল দেয় ছায়া দেয়
যার ফুলে প্রজাপতি আসে, যার ফলে
পাখিদের ক্ষুধা মেটে ;
ছত্রিশ হাজার লাইন কবিতা না লিখে
যদি আমি মাটিকে জানতাম।

(শেষ)

'প্রিণ্টোফ্লেক্স' কোম্পানীর
১নং পলিথিনের বিভিন্ন সাইজের বালতি. বালতি-ব্যাগ, গ্লাস, মগ, প্লেট, সোপকেস প্রভৃতি দ্রব্য সুলভ মূল্যে খুচরা ও পাইকারী রেটে পাওয়া যায়।
টি, চক্রবর্ত্তী
বাগানবাড়ী
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

দাদাঠাকুর রচিত একটি কবিতা

এই জঙ্গিপুর সংবাদের ভিতর দিয়ে দাদাঠাকুর অনেককেই ঘায়েল করেছেন। একবার একজন ডাক্তার অতিরিক্ত কুইনাইন খাইয়ে একটি শিশুরোগীকে মেরে ফেললে। দাদা-ঠাকুর এই দুর্ঘটনাটিকে উপলক্ষ ক'রে কার্টুন সমেত একটি কবিতা জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশ করলেন। কার্টুনটি হচ্ছে—একটি মহিষের ছবি,—মহিষটি ঊর্ধ্বমুখে আকাশের দিকে চেয়ে আছে। কবিতাটির নাম —"নূতন প্রভুর অন্বেষণ।" মহিষটি বলছে—

যমপুরীতে মামলা বেশী
সেরেস্তায় খুব বেশী কাজ,
সে কাজ ফেলে মফস্বলে
এলেন নাকো ধর্মরাজ।
দিলেন চিঠি লিখিত তাঁর
স্বহস্তে ও স্বকলমে,
চিকিৎসক করবে কার্য
তাহার স্থানে বকলমে।
শুধু শুধু কার্য ফেলে
তাঁর আসা কি আবশ্যক ?
তাঁহার স্থানে এই 'সিজিন'-এ
বাহাল হলেন চিকিৎসক।
নূতন প্রভুর আশে আছি
ঊর্ধ্বমুখে পথটি চেয়ে,—
পৃষ্ঠে আমার চ'ড়ে প্রভু
যাবেন তাঁহার 'কল'টি পেয়ে।
হোক্ না কেন কলেরা পক্স্
হোক না কেন টাইফয়েড্—
সকল তাতেই কুইনাইন—তা
মিক্শ্চার কিংবা ট্যাব্লয়েড্।
সকল শাস্ত্রে লিখছে তেনার
কুইনাইন্ই মহৌষধ,
করলে প্রয়োগ উঠবে বেঁচে
কিংবা তাতেই হবে বধ।
কর্তব্যপরায়ণ প্রভু
কার্য তাহার নাশ করা,
হাতুড়ে বোলো না তাঁরে
যদিও নন পাস্-করা।
পরিচয় তাঁর শুনতে যদি
চাহ সবে নিতান্ত
তিনি হচ্ছেন মহিষবাহন
কু'নেনাজীবী কৃতান্ত।

[দাদাঠাকুর গ্রন্থ হ'তে সংগৃহীত]

নালায় পড়ে আহত ১০

নিজস্ব সংবাদদাতা: রঘুনাথগঞ্জ শহরের উন্মুক্ত পুর নর্দমাগুলি নাগরিক-দের কাছে বিপদ্জনক হয়ে পড়েছে। ফুলতলায় খোলা নালায় পড়ে গত দুই সপ্তাহে ১০ ব্যক্তি আহত হয়েছেন। নাগরিকরা নালাগুলি ঢেকে দেওয়ার ব্যাপারে পুরসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

উৎসব অনুষ্ঠানের
নানা ডিজাইনের
কার্ড
আমাদের কাছে পাবেন।

পণ্ডিত ষ্টেশনারস্
রঘুনাথগঞ্জ

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১৪ই জুন, ১৯৮২
১।৭৯ মনিজারী ডিঃ মোহনলাল সেরাওগী দেং সাজাহান বিশ্বাস দাবি ৬৬০৲ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে হরিপুর ২১ শতকের কাত ৬৬ পঃ আঃ ২০০৲ খং ৯৩ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব। ২ নং থানা ঐ মৌজে জলশুথা ৬৬ শতকের কাত ১৶৩ আঃ ২০০৲ খং ১৮৬ ঐ স্বত্ব।

দেশ-বিদেশের সাম্প্রতিক সংবাদে
আর মনমাতানো গানে গানে
ভেসে চলা একটি নাম
ইনভিমেট (এস)
ভারতের যে কোন স্থানে স্বচ্ছন্দে
ভ্রমণের জন্য বিশ্বস্ত বাস সার্ভিস।
যোগাযোগের ঠিকানা—
নিমাই সাহা
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

দোকানে হামলা, আহত ৩

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ থানার সাইদাপুর বাজারে একটি চায়ের দোকানের উপর একদল সশস্ত্র ব্যক্তি চড়াও হলে ৩ ব্যক্তি গুরুতর আহত হন। তাঁদের জঙ্গিপুর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। শনিবার সন্ধ্যায় এই ঘটনা ঘটে। পুলিশী সূত্রে প্রকাশ নির্বাচনের জের হিসেবে এই ঘটনা ঘটেছে। সাইদাপুরে অশান্তির আশংকায় আগে থেকেই পুলিশ পিকেট বসানো হয়। সি পি এম দলের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, এই ঘটনায় আহত হয়েছেন ৫ ব্যক্তি। এঁরা সকলেই সি পি এম সমর্থক। নির্বাচনের পর বদলা নেবার উদ্দেশ্যেই ইন্দিরা কংগ্রেস কর্মীরা এই আক্রমণ চালিয়েছে।

ষড়যন্ত্র চলছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হলে শুধু মহকুমার ডাক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে তাই নয় স্থানীয় বেকার যুবকেরা তাতে চাকরিও পাবেন। কারণ ডাক বিভাগের নিয়ম অনুযায়ী যে এলাকায় ডিভিসন অফিস খোলা হবে সেই এলাকায় অবস্থিত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ থেকেই নিয়োগ বাধ্যতামূলক। এক্ষেত্রে ফরাক্কা ও জঙ্গিপুরের চাকরিপ্রার্থীরা বাড়তি সুযোগ পাবেন। ডিভিসন অফিসটি রঘুনাথগঞ্জে চালু করা হলে ভবিষ্যতে যোগাযোগের সুবিধার জন্য এখানে অতিরিক্ত ডাকঘর এবং আর এম এস অফিসও খোলা যাবে। ডাককর্মীদের অভাব অভিযোগের প্রতিও স্থানীয় প্রশাসন বেশীমাত্রায় দৃষ্টি দিতে সক্ষম হবেন। সেই সঙ্গে রঘুনাথগঞ্জে কর্মীদের জন্য নিজস্ব আবাসস্থল এবং মুখ্য ডাকঘরের নির্মাণ কাজটিও দ্রুততর হবে। ফরাক্কাকে সামনে রেখে জঙ্গিপুর মহকুমার সুযোগ প্রাপ্তিকে স্বার্থান্বেষী মহল ভালো চোখে দেখছেন না। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সাহায্য নিয়ে ঐ মহল থেকে পি এম জি'র কাছে পৃথক ডিভিসন অফিস না গড়ে ফরাক্কার ডাক ব্যবস্থাকে মালদহ ডাক প্রশাসনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। এই ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস হয়ে পড়ায় জঙ্গিপুর মহকুমায় তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। অনেকেই এ ব্যাপারে খোঁজ খবর নিচ্ছেন। 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকা গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে মহকুমার সমস্ত স্তরের মানুষ ও যুবকদের কাছে এই ষড়যন্ত্র প্রতিরোধে সক্রিয় হওয়ার আহ্বান রাখছি। এবং রাজ্যের পি এম জি'র কাছে ফরাক্কার ডাক ব্যবস্থাকে সংযুক্ত রেখে জঙ্গিপুরে ডাক ও তারের একটি ডিভিসন অফিস চালুর দাবী কার্য্যকরী করার আবেদন জানানো হচ্ছে।

ব্যাংকের শাখা থেকে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

স্থানীয় এলাকার কর্মীদের সরিয়ে নিলে গোলমাল অনেকাংশে হ্রাস পাবে। তাই গ্রাহকেরা ব্যাংক কর্তৃপক্ষের 'স্থানীয়দের সরানোর পরিকল্পনা'কে স্বাগত জানিয়েছেন। বহু গ্রাহকের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত থেকে কিছু কর্মচারী এবং অফিসার ব্যাংক থেকে নাকি অতিরিক্ত সুযোগ আদায়ে সচেষ্ট। ঐ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী অভিযোগ ইউ বি আই-এর রঘুনাথগঞ্জ শাখার বিরুদ্ধে। ঐ শাখার ম্যানেজার প্রদীপ ভট্টাচার্যকে বহুদিন পর বদলি করার কথা উঠেছে। প্রদীপবাবু অবশ্য চেষ্টা চালাচ্ছেন ঐ বদলি রোধ করতে।

তদন্ত হবে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তিনটি করে ব্যালট বাক্স রাখার নিয়ম। নির্বাচন কমিশন থেকে এই নিয়ম লংঘনের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে মুরশিদাবাদে বিশেষ অফিসার আসছেন বলে বিশস্ত সূত্রে জানা গেছে। এ নিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে তদন্ত ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।

৩ লক্ষ টাকার চা লুঠ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এবং তৎক্ষণাৎ উল্টে গিয়ে লরিটি একটি গরুর গাড়ির উপর পড়ে। গাড়ির পাশে থাকা সোহাগী খাতুন (৯) নামে একটি বালিকা লরিতে পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। অন্য একজনকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদিকে এই দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে একদল দুস্কৃতকারী লরির ২১৫ পেটি চা লুঠ করে নিয়ে পালায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আশপাশের গ্রামগুলিতে তল্লাসী চালিয়ে কিছু চা সমেত কয়েকজন লুঠেরাকে গ্রেপ্তার করেছে। এখনও জোর পুলিশী তল্লাশী চলছে। পুলিশ জানায় লুণ্ঠিত চায়ের মূল্য প্রায় ৩ লক্ষ টাকা।

ট্রাকে পিষ্ট হয়ে মৃত্যু

সাগরদীঘি : সম্প্রতি সাগরদীঘি থানার সেখদীঘির কাছে ৩৪নং জাতীয় সড়কের উপর ৭৫ বছর বয়সের এক বৃদ্ধের ট্রাকের তলায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু ঘটেছে। পুলিশ ট্রাকসহ ড্রাইভারকে আটক করেছে।

তিনজনের জীবনান্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পরদিন সন্ধ্যায় পুলিশ ও দমকলের লোকেরা ধসের মধ্য থেকে মৃত অবস্থায় বের করতে সক্ষম হন। মৃত তিনজন হোলেন বিশু সিং (২২), তেজু রবিদাস (৩০) এবং সুজিত দাস (১৫)। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, একটি পুরোনো অকেজো টিউবওয়েলের পাইপ উঠানোর সময় পাইপগুলির মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। প্রায় বিশ ফুট গর্ত খুঁড়ে বিচ্ছিন্ন পোঁতা পাইপগুলিকে এর পর ঐ ৩ মিস্ত্রী উঠানোর চেষ্টা করার সময় বালির ধস গর্তের মুখ বন্ধ করে দেয়। এই ধসে ৩ মিস্ত্রী চাপা পড়ে। এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে। এ ব্যাপারে পুলিশী তদন্ত চলছে।

ডাকাতির চেষ্টা ব্যর্থ

রঘুনাথগঞ্জ : রঘুনাথগঞ্জ থানায় বোদপুরে রেজ্জাক মুন্সীর বাড়িতে ডাকাতির চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। রবিবার মাঝ রাত্রে একদল ডাকাত রেজ্জাকের বাড়িতে চড়াও হলে গ্রামবাসীরা তাদের ঘিরে ফেলে। অবস্থা বেগতিক দেখে ডাকাতেরা বোমা বর্ষণ করতে করতে পালিয়ে যায়।

ধুলিয়ান ষ্টোন প্রডাক্টস

ষ্টোন মার্চ্চেণ্ট এণ্ড গভঃ কন্ট্রাক্টর

পাকুড়ে নিজস্ব কোয়ারী

ধুলিয়ান পাকুড় রোডে ৩৪নং জাতীয় সড়কের নিকটস্থ ক্র্যাসার ইউনিট ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সুলভে ষ্টোন চীপস্, বোল্ডার, ষ্টোন সেট,

পোঃ ধুলিয়ান, জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন : অফিস ৫২, ফ্যাক্টরী ১১৭

ষ্টোন ম্যাটারস প্রভৃতির সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান।

এস এস আই রেজি নং ২১/১৩৭ ১৩০

তাং ২৪-৩-৭০

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা

ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড

মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

সুরবল্লী কষায়

রক্ত পরিষ্কারক ও বলবর্ধক

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ

কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অমূল্যম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।